দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 JAN 1997 ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

স্কুল-কলেজসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণের নীতিমালা শীঘ্রই প্রণয়ন করা হবে

—শিক্ষামন্ত্রী

সংসদ রিপোর্টার ঃ শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক গতকাল জাতীয় সংসদকে জানান, স্কুল-কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণের একটি নীতিমালা শীঘ্রই প্রণয়ন করা হবে। বর্তমানে স্কুল-কলেজ সরকারীকরণ, উন্নয়ন নিয়ে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। পর্যালোচনার পর একটি জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। নীতিমালা

(১০-এর পাতায় দেখুন)

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রণয়নের পর অর্থায়নের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি জানান, কোন্ স্কুল কখন, কোন্ কলেজ কখন সরকারীকরণ করা হবে তা এই মুহূর্তে বলা যাবে না। তিনি গতকাল সংসদ সদস্য মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ, গৌতম চক্রবর্তী, এডভোকেট নূরুল হক ও মোহাম্মদ ফজলুল আজিমের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন।

গতকাল সংসদে মন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরের প্রশ্নোত্তর দানকালে বিরোধী দলীয় সদস্যরা হৈ-চৈ করে এবং জাতীয় ও বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্যদের মর্যাদাদানের ব্যাপারে এক প্রশ্নের উত্তরে বিরোধী সদস্যরা হৈ-চৈ করেন। বিএনপি'র কে এম ওবায়দুর রহমান,

আওয়ামী লীগের আ স ম ফিরোজ। সারোয়ার কামাল নিজাম, সুলতান মনসুর আহমেদ, আলহাজ্ব আবদুল ওয়াহাব, জয়নাল হাজারী, মশিউর রহমান; এডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, এই প্রসঙ্গে সম্পূরক প্রশ্নের অবতারণা করেন। বিএনপি'র কে এম ওবায়দুর রহমান প্রশ্ন উপস্থাপন করেন যে, প্রতিটি থানায় একটি স্কুল ও কলেজ সরকারীকরণের কোনো নীতিমালা সরকারের আছে কি না? শিক্ষা মন্ত্রী বলেন, আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে যে প্রশাসন নীতিমালা পেয়েছি, সেই আলোকেই চলছে। এখন পর্যন্ত এই ধরনের কোনো পরিকল্পনা বা নীতি সরকারের নেই। আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য আ স ম ফিরোজ প্রশ্ন উত্থাপনকালে বলেন বিএনপির আমলে এতো উন্নয়নের জোয়ার ছিল যে সবকিছুতেই দলীয়করণের উন্নয়ন হয়েছে।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন

সরকারী দলের সদস্য মির্জা আজমের এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর গতকাল সংসদকে জানান, জনপ্রশাসনকে সুষ্ঠু, স্বচ্ছ, দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক করার উদ্দেশে সরকার জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করেছেন। তিনি জানান, বাংলাদেশ সচিবালয় ও জেলা প্রশাসক এই নাম দুটি পরিবর্তনের জন্য কমিশনের কোনো সুপারিশ পাওয়া গেলে সরকার তা পর্যালোচনাপূর্বক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। তিনি এক সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরে সংসদকে জানান, গঠিত কমিশনে সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে অবসর গ্রহণ করা হয়েছে– এমন ব্যক্তিকে প্রধান করা হয়েছে এবং তিনি অনেক অভিজ্ঞ। তিনি জানান অতীতের সরকারের মতো আমরা সিপাহী বা আমলাদের নিয়ে প্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করি নাই।

সচিবালয়ে যথাস্থানে এবং যথাসময়ে স্থানান্তর হবে

বিএনপি'র শামসুজ্জামান দুদু'র এক সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর গতকাল সংসদকে জানান, যথাস্থানে এবং যথাসময়ে বাংলাদেশ সচিবালয় অর্থনৈতিক ব্যয় নির্বাহ ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ সচিবালয় স্থানান্তরের পরিকল্পনা রয়েছে। তবে ব্যক্তিবিশেষ বা কারো খুশীমতো জায়গায় সচিবালয় স্থানান্তর করা হবে না।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্যদের মর্যাদাদান প্রসঙ্গে সংসদে হৈচৈ

অধ্যাপক শহীদুল ইসলামের এক প্রশ্নের উত্তরে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর গতকাল জাতীয় সংসদকে জানান, সংসদ সদস্য বা সংসদ হচ্ছে– কুসুমকে যেমন ফুল বললেও হয়, আবার কুসুমও বলা যায়। তাতে বিভ্রান্তির কিছু নেই। খান আলমগীরের এই বক্তব্যে বিরোধী দলীয় সদস্যরা হৈচৈ করেন এবং তার বিরুদ্ধে সংবিধান অবমাননার অভিযোগ উত্থাপন করেন। অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম প্রশ্ন উত্থাপনকালে স্পীকারের উদ্দেশ্যে বলেন, বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানাদিতে থানা নির্বাহী অফিসার বা জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং সালাম গ্রহণ করেন। স্থানীয় সংসদ সদস্যদের এ ব্যাপারে মর্যাদা প্রদান করা হয় না এবং সংসদ সদস্যদেরকে শুধুমাত্র আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে গণ্য করা নিঃসন্দেহে পর্যাদাহানিকর। এতে সংসদ সদস্যদের অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়। এই প্রশ্নের উত্তরে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সংসদকে জানান, ১৯৯২ সালে প্রণীত পতাকা উত্তোলন ও সালাম গ্রহণ নীতিমালায় এইসব অনুষ্ঠানে কে জাতীয় পতকা উত্তোলন করেন ও সালাম নেবেন তা নির্ধারিত করা হয়নি। আমরা সেই নীতিমালাই অনুসরণ করে যাচ্ছি। তিনি জানান, বর্তমান নিয়মে সংসদ সদস্যদের মর্যাদা বা সম্মানের কোনো হানি হচ্ছে না। মন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর কিছুটা হৈচৈ হয়। এই প্রসঙ্গে সরকারী সদস্য শাজাহান খানের এক সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী সংসদকে জানান, সংসদ সদস্যদের মর্যাদার বিষয়টি যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। তিনি জানান, রীতি অনুযায়ী এইসব অনুষ্ঠানাদিতে সংসদ সদস্যদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে এই সংক্রান্ত কোনো নীতিমালা নেই।

নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ৭ কোটি ২২ লাখ ৩ হাজার

সরকারী দলের সদস্য নূরুল ইসলাম নাহিদের এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী এ এস ইচ কে সাদেক গতকাল সংসদকে জানান, বাংলাদেশ পরিসংখ্যা ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী দেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ৭কোটি ২২ লাখ ৩ হাজার। তার মধ্যে পুরুষ হচ্ছে ৩ কোটি ৫ লাখ ৫ হাজার, নারী হচ্ছে ৪ কোটি ১৬ লাখ ৮ হাজার। তিনি জানায় দেশের শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য সরকার ইতিমধ্যেই ৫৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিনি গত ৩ বছরে অনুমোদিতভাবে মোট ৭৭১৮ জন ছাত্র-ছাত্রী বিদেশে অধ্যয়ন করছে।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৮ কোটি ১৯ লাখ ৪৮ হাজার বই বিতরণ করা হবে

নেত্রকোনা ৩ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মোঃ নূরুল আমীন তালুকদারের এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী সংসদকে জানান, ১৯৯৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষার (১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী) জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ৮ কোটি ১৯ লাখ ৪৮ হাজার বই বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।